



## নারী ও শিশু নির্যাতনের তথ্য দিন, জেলা পুলিশের সহায়তা দিন

SheEqual

### নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক

বগুড়া জেলায় প্রতিটি থানায় নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের সহায়তার জন্য একটি করে সার্ভিস ডেস্ক রয়েছে। ২০১৮ সালে ইউএনএফপিএ বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় জেলার তিনটি থানায় (সদর, নন্দীগ্রাম, সোনাতলা থানা) “নারী ও শিশু হেল্প ডেস্ক” চালু করা হয়। পরবর্তীতে জনাব মোঃ আলী আশরাফ ভূঞা বিপিএম-বার, পুলিশ সুপার, বগুড়া এর নেতৃত্বে অন্য ০৯টি থানায় “নারী ও শিশু হেল্প ডেস্ক” চালু করা হয়।

প্রাথমিক ভাবে বগুড়া জেলা সহ আরও তিনটি জেলা জামালপুর (৩টি থানা), কক্সবাজার (৩টি থানা), পটুয়াখালী (৩টি থানা) এবং ঢাকা মেট্রোপলিটনে ইউএনএফপিএ বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় “নারী ও শিশু হেল্প ডেস্কের” কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে নারী ও শিশু হেল্প ডেস্কের চলমান কার্যক্রমের সফলতার কথা বিচার করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ২০২০ সালে মুজিব বর্ষ উপলক্ষে সারা বাংলাদেশের সকল থানায় এ হেল্প ডেস্কের কার্যক্রম চালু করা হয়। বর্তমানে এই হেল্প ডেস্ক টি নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক নামে পরিচিত।

এই সার্ভিস ডেস্কে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন নারী অফিসারের মাধ্যমে থানায় আসা নির্যাতিত নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অভিযোগ গ্রহণের পর তার সর্বোচ্চ গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করে সেবা প্রদান করা হয়।

### সার্ভিস ডেস্ক পরিচালনার মূলনীতি

- অভিযোগকারীর তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়: অনেক সময় এমন অনেক ভিটিম/সারভাইভার আসে যে তার সমস্যার কথা তার পরিবারকে জানাতে আশঙ্ক বোধ করে না কিন্তু সে হেল্প ডেস্কে আসে আইনি সহায়তা পাবার জন্য, সেক্ষেত্রে তার প্রয়োজন অনুযায়ী সর্বোচ্চ গোপনীয়তা নিশ্চিত করে সেবা প্রদান করা হয়।
- তথ্য সংরক্ষণ: অভিযোগকারীর তথ্য ও অভিযোগের বর্ণনা নির্দিষ্ট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয় এবং রেজিস্টারের তথ্য উপযুক্ত কারন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অফিসার ছাড়া বহিরাগত কারো সাথে শেয়ার করা হয়না, এমন কি অনেক সময় ভুক্তভোগীর পরিবারের সাথেও না।
- তথ্য প্রাপ্তির অধিকার: ভুক্তভোগী ব্যক্তির অভিযোগ শোনার পর হেল্প ডেস্ক থেকে সে কি কি ধরনের সেবা পেতে পারে সে বিষয়ে তাকে অবহিত করা হয়। এছাড়াও ভুক্তভোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে যে সকল সেবা রয়েছে সে সকল সেবা পেতে তাকে সহযোগিতা করা হয়।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা: একজন ভিটিম/সারভাইভার তার অভিযোগের ভিত্তিতে কি ধরনের সেবা বা সমাধান চায় সে বিষয়ে তার মতামতের স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা অভিযোগ মীমাংসার জন্য ভিটিম / সারভাইভারকে কোন রকম চাপ দেয়া হয়না।

### সার্ভিস ডেস্কের সেবা সমূহ

১. মাঝা মাঝের কথা।
২. জিভি করা (ধানার জিভি করতে কোন অর্থের প্রয়োজন হয় না, এ বিষয়ে কেউ অর্থ দাবী করলে ওসি অথবা উদ্ধর্তন কর্মকর্তাকে অবহিত করুন)।
৩. নিবিত অভিযোগ গ্রহণ: মাঝা মাঝের অথবা জিভি করা ছাড়াও ভুক্তভোগী নিবিত অভিযোগের মাধ্যমে আইনি সহায়তা চাইতে পারে তবে এই বিষয়ে একজন নারী অফিসারের সহযোগিতায় অভিযোগ নিবিত সহায়তা করা হয়।
৪. কাউন্সিলিং: কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে ভিটিম ও তার পরিবারকে সমস্যা সমাধানের জন্য উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করা হয়।
৫. সাইকো সোশ্যাল সাপোর্ট: আইনি সহায়তার পাশাপাশি ভিটিমের মনসামাজিক সহায়তার প্রয়োজন হলে তাকে প্রাথমিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে সেবা প্রদান করা হয়।
৬. বেকাবেল সার্ভিস: হেল্প ডেস্কের সেবা ছাড়াও যদি একজন ভিটিমের অতিরিক্ত সেবার প্রয়োজন হয় তখন তার প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সেবা পেতে সহায়তা করা হয়। যেমন: চিকিৎসা সেবা পেতে স্থানীয় হাসপাতাল, আইনি সেবা পেতে জেলা মিগ্যাল এইড অফিস, ও অন্যান্য সেবা পেতে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিস), স্থানীয় সরকার, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সমাজ সেবা ও বিভিন্ন এনজিওর সাথে সমন্বয় করা হয়।
৭. সাক্ষাতকারের জন্য পৃথক জায়গা: হেল্প ডেস্কে ভিটিমের সাথে সাক্ষাতকারের জন্য পৃথক জায়গা রয়েছে। সুতরাং ভুক্তভোগীর গোপনীয়তা নিশ্চিত করে তার অভিযোগ শোনা হয়।
৮. ফলো-আপ: ভিটিম/সারভাইভারের সাথে সেবা গ্রহণের পর তার পরবর্তী অবস্থান জানতে ফলো-আপ করা হয়।

### সার্ভিস ডেস্কে সাধারণত যে ধরনের নির্যাতনের অভিযোগ আসে

- পারিবারিক নির্যাতন
- শারীরিক নির্যাতন
- মানসিক নির্যাতন
- আর্থিক নির্যাতন
- বৌদ্ধক
- বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ, জোরপূর্বক বিবাহ
- ধর্ষণ ও ধর্ষণের চেষ্টা, গণধর্ষণ, বলাৎকার।
- ঘোনহরমানি, ঘোননিপীড়ন
- ইস্ট্রনিক মিথিয়া বা অন্য কোন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে অশ্লিল, আপত্তিকর কোন ছবি, ভিডিও বা অন্যান্য ব্যক্তিগত কোন তথ্য প্রচার করলে, বা করায় ছমকি দিলে, হয়রানি, প্রতারণা কিংবা ব্লাকমেইলের অভিযোগ।
- এসিজ নির্যাতন / আঙনে দম্ব করা
- অপহরণ
- হত্যা / হত্যার চেষ্টা
- আত্মহত্যার চেষ্টা / প্ররোচনা
- শিশু পাশিয়ে যাওয়া / কিশোরী পাশিয়ে যাওয়া
- নারী ও শিশু পাচার
- শিশু ঘোন নিপীড়ন
- নকল বিয়ের ফাঁদে পড়ে প্রতারণিত হওয়া
- সন্তান কর্তৃক বয়স্ক বাবা/মার তরফ-পোষণ না পাওয়া
- বাবা কর্তৃক নাবালক সন্তানকে আটক রাখা
- প্রতিবন্ধী নারী ও কিশোরী হারিয়ে যাওয়া
- জোর পূর্বক সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা
- পতিততা বৃদ্ধিতে বাধ্য করা।
- পর্নোগ্রাফিতে বাধ্য করা
- অন্যান্য

### যে বয়সের সারভাইভাররা সার্ভিস ডেস্কে আসেন

- নারী: ১৯-৬৫ বছর বয়স।
- শিশু: ০-১৮ বছর বয়স।
- বয়স্ক নারী: ৬৫-৭৫ বছর বয়স।



## শিশু ও কিশোরীরা যে ধরনের অপরাধের শিকার হয়

- বাবা কর্তৃক আটক রাখা: পারিবারিক কলহের জের ধরে সাধারণত নবজাতক থেকে ১০ বছর বয়সের শিশুরা এই অপরাধের শিকার বেশি হয়। সে ক্ষেত্রে তাত্ক্ষণিক অভিযোগের ভিত্তিতে শিশু কে দ্রুত উদ্ধার করে অভিযোগকারীর কাছে দেয়া হয়।
- ধর্ষণ ও যৌন হয়রানি: ০ থেকে ১৮ বছর বয়সের নিচে শিশুরা (ছেলে/মেয়ে) ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির শিকার হয়ে থাকে। এই ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে শিশুরা সাধারণত তার নিকট আত্মীয় / প্রতিবেশী বা পরিচিত মানুষের দাঁড়াই বেশি নির্ধারিত হয়।
- অল্প বয়সী প্রেম ও ধর্ষণ: ১২ থেকে ১৮ বছর বয়সের কিশোরীরা প্রেমের টানে পালিয়ে যায় এবং অনেক সময় বাল্যবিবাহ করে ফেলে, এমন কি ধর্ষণের শিকার হয়ে থাকে। এসব পরিস্থিতিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরিবার জিডি, অপহরণের মামলা ও ধর্ষণের মামলা করে থাকে।
- বলাৎকার: ৫ থেকে ১৩/১৪ বছরের ছেলে শিশুরা সাধারণত তার নিকট আত্মীয় / প্রতিবেশী / শিক্ষক বা পরিচিত মানুষের দাঁড়াই এ ধরনের নির্ধারিতের শিকার বেশি হয়।
- পথ হারিয়ে ফেলা বা বাড়ি পালানো: অনেক সময় শিশুরা পথ হারিয়ে ফেলে অথবা রাগ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসে। সে ক্ষেত্রে তাদেরকে উদ্ধার করে, নাম ঠিকানা খুঁজে পরিবারের জিম্মায় দেয়া হয়। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত শিশুর পরিবারের খোঁজ না পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত শিশুটি হেল্প ডেস্ক অফিসারের তত্ত্বাবধানে থাকে।

## ধর্ষণের শিকার হলে করণীয়

- ধর্ষণ একটি মারাত্মক শারীরিক আঘাত এবং জঘন্য অপরাধ যা একজন ব্যক্তির মানবাধিকার লঙ্ঘন করে তাকে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও পারিবারিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই ধর্ষণের শিকার হলে গোপন না রেখে অবশ্যই আইনি সহায়তা নিন।
- হাইকোর্টের নির্দেশনুযায়ী ধর্ষণের অভিযোগ আপোষযোগ্য নয়, সুতরাং গ্রাম্য সালিস বা অন্য কোন ভাবে ধর্ষণের অভিযোগ মীমাংসা কিংবা ঘটনা ধামা চাপা দেয়ার চেষ্টা করা হলে সে ক্ষেত্রে দ্রুত নিকটস্থ থানাকে অবহিত করুন।
- যিনি ধর্ষণের শিকার হয়েছেন তিনি মামলার প্রধান সাক্ষী, তিনি থানায় সংশ্লিষ্ট মহিলা পুলিশ অফিসারের কাছে তার জবানবন্দী দিবেন। তবে তিনি কোন ধরনের অপ্রাসঙ্গিক বা হয়রানিমূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নন।
- ধর্ষণের ঘটনার পর গোসল করে ফেললে বা কাপড় ধুয়ে ফেললে আলামত নষ্ট হয়ে যায়, আর গোসল না করলে ১২ ঘণ্টার মধ্যে আলামত নষ্ট হয়না। সুতরাং আলামত সংরক্ষণের জন্য ডুক্‌ভোগীকে গোসল করানো যাবেনা এবং কাপড়গুলো পরিষ্কার করা যাবেনা বরং কাপড় গুলোকে একটি কাগজে মুড়িয়ে দ্রুত থানার নারী হেল্প ডেস্ক আসুন।
- থানার সহযোগিতায় ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ডুক্‌ভোগীর ডাক্তারি পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। অনেকে ভেবে থাকেন ডাক্তারি পরীক্ষা ও চিকিৎসা অনেক ব্যয়বহুল, কিন্তু সংশ্লিষ্ট থানার তত্ত্বাবধানে সরকারী হাসপাতালে ধর্ষণের শিকার নারী, শিশুর ডাক্তারি পরীক্ষা / চিকিৎসা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেয়া হয়ে থাকে।
- ধর্ষণ, যৌন হয়রানি ও অন্যান্য নারী ও শিশু নির্ধারিতের অভিযোগ দায়ের করার পর ডুক্‌ভোগী এবং তার পরিবারের প্রতি বিভিন্ন ধরনের হুমকি, ভয়ভীতি ও নানা ধরনের চাপ সৃষ্টি করা হয় অভিযোগ তুলে নিতে কিংবা আপোষ / মীমাংসা করতে, অভিযোগ দায়ের করার পর ডুক্‌ভোগী কিংবা তার পরিবারের প্রতি কোন ধরনের হুমকি অথবা চাপ সৃষ্টি হলে দ্রুত থানার সংশ্লিষ্ট অফিসারের সাথে যোগাযোগ করুন। প্রয়োজনে জাতীয় জরুরী হেল্প লাইন নম্বর ৯৯৯ এ কল করুন।

## বিভিন্ন হেল্প লাইন নাম্বার

- প্রতিটি থানার নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্কে অভিযোগ দায়ের করা ছাড়াও বিভিন্ন হেল্প লাইন নাম্বার রয়েছে যেখানে যোগাযোগ করেও সহযোগিতা পেতে পারেন।
- বাংলাদেশ পুলিশ: নারী ও শিশু নির্ধারিত দমন সহ অন্যান্য জরুরী সেবার জন্য কল করুন বাংলাদেশ পুলিশের জাতীয় জরুরী নম্বর ৯৯৯ এ (টোল ফ্রি)
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়: নারী ও শিশু নির্ধারিত, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে কল অথবা এস এম এস করুন ১০৯ এ (টোল ফ্রি)

- সমাজ সেবা অধিদপ্তর: শিশু সহায়তার জন্য কল করুন সমাজ সেবা অধিদপ্তর কে ১০৯৮ এ (টোল ফ্রি)।
- কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর: কল-কারখানায় যৌন হয়রানি ও নির্ধারিতের শিকার হলে ফোন করুন ১৬৩৫৭ এ।
- লিঙ্গ্যাল এইড: বিনামূল্যে আইনি সহায়তা ও পরামর্শের জন্য ফোন করুন ১৬৪৩০ এ।
- জেলা লিঙ্গ্যাল এইড অফিস: বিনামূল্যে আইনি সহায়তা, পরামর্শ ও সরকারি খরচে মামলা পরিচালনার জন্য যোগাযোগ করুন জেলা লিঙ্গ্যাল এইড অফিসে। ফোন নাম্বার: ০৫১-৬৭৬১১, ০১৭১৬-৮২৫১৫৮ ঠিকানা: চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, তৃতীয় তলা, জলেশ্বরীতলা বগুড়া।
- পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন: ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া বা অন্য কোন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে অশ্লিল, আপত্তিকর কোন ছবি, ভিডিও বা অন্যান্য ব্যক্তিগত কোন তথ্য প্রচার করলে, বা করার হুমকি দিলে, হয়রানি, প্রতারণা কিংবা ব্ল্যাকমেইলের শিকার হলে কল করুন ০১৩২০-০০০৮৮৮ এ, অথবা যোগাযোগ করুন ফেইসবুক পেজে- <https://www.facebook.com/PCSW.PHQ>, (বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টারস কর্তৃক পরিচালিত)।
- সাইবার পুলিশ বগুড়া: ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া বা অন্য কোন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে অশ্লিল, আপত্তিকর কোন ছবি, ভিডিও বা অন্যান্য ব্যক্তিগত কোন তথ্য প্রচার করলে, বা করার হুমকি দিলে, হয়রানি, প্রতারণা কিংবা ব্ল্যাকমেইলের শিকার হলে কল করুন ০১৩২০-১২৬৯০৮ নাম্বারে। অথবা google play store থেকে মোবাইলে Cyber Police Bogura নামে একটি এ্যাপস্ ডাউনলোড করুন ও সেখানে সরাসরি অনলাইনে অভিযোগ করুন অথবা কল করুন।
- ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার: চিকিৎসা, মনসামাজিক ও আইনি সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন। ও সি সি - শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল - ০১৭৩০-৭৮১০১২ ও সি সি - উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, নন্দীগ্রাম ০১৭৩০-৭৮১০৪৯
- টিএমএসএস রিলিজিয়াস কমপ্লেক্স: নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের সাময়িক শেল্টার এর জন্য যোগাযোগ করুন - ০১৭৩০০-৪১৬৯৯ এ।

## নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্কের ফোন নাম্বার

সদর থানা	ওসি: ০১৩২০-১২৬৬০১	নারী হেল্প ডেস্ক: ০১৩২০-১২৬৯৬৬
শাজাহানপুর থানা	ওসি: ০১৩২০-১২৬৮৭৭	নারী হেল্প ডেস্ক: ০১৩২০-১২৬৯৬৭
শিবগঞ্জ থানা	ওসি: ০১৩২০-১২৬৬২৭	নারী হেল্প ডেস্ক: ০১৩২০-১২৬৯৬৮
সোনাতলা থানা	ওসি: ০১৩২০-১২৬৬৫৩	নারী হেল্প ডেস্ক: ০১৩২০-১২৬৯৬৯
গাবতলী থানা	ওসি: ০১৩২০-১২৬৬৭৯	নারী হেল্প ডেস্ক: ০১৩২০-১২৬৯৭০
সারিয়াকান্দি থানা	ওসি: ০১৩২০-১২৬৭০৫	নারী হেল্প ডেস্ক: ০১৩২০-১২৬৯৭১
আদমদীঘি থানা	ওসি: ০১৩২০-১২৬৭২১	নারী হেল্প ডেস্ক: ০১৩২০-১২৬৯৭২
দুপচাঁচিয়া থানা	ওসি: ০১৩২০-১২৬৭৪৭	নারী হেল্প ডেস্ক: ০১৩২০-১২৬৯৭৩
কাহালু থানা	ওসি: ০১৩২০-১২৬৭৭৩	নারী হেল্প ডেস্ক: ০১৩২০-১২৬৯৭৪
নন্দীগ্রাম থানা	ওসি: ০১৩২০-১২৬৮৫১	নারী হেল্প ডেস্ক: ০১৩২০-১২৬৯৭৫
শেরপুর থানা	ওসি: ০১৩২০-১২৬৭৯৯	নারী হেল্প ডেস্ক: ০১৩২০-১২৬৯৭৬
ধুনট থানা	ওসি: ০১৩২০-১২৬৮২৫	নারী হেল্প ডেস্ক: ০১৩২০-১২৬৯৭৭

## “ঘরে-বাইরে, পথে-ঘাটে, নারী ও শিশু থাকুক নিরাপদে”

প্রচারে: জেলা পুলিশ বগুড়া।

তথ্য ও নেতৃত্ব: তামিমা নাছরীন

ডিস্ট্রিক্ট ফ্যাসিলিটিটর, ইউএনএফপিএ, বাংলাদেশ।

সহযোগিতায়: SheEqual

@sheequal

www.sheequal.com